রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ১৮, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ/২১ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

নং **৩৫.০০.০০০০.০২০.০০৪.০৫৬.১৭-১৫৯**—সরকার ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩/১০ ফাল্গুন ১৪২৯ তারিখে 'ইলেকট্রিক মোটরযান রেজিস্ট্রেশন ও চলাচল সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩' অনুমোদন করেছে।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মনিরুল আলম
উপসচিব।

মূল্য : টাকা ১২.০০

‘ইলেকট্রিক মোটরযান রেজিস্ট্রেশন ও চলাচল সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২৩’

প্রথম অধ্যায় : প্রারম্ভিক

১.০ ভূমিকা

১.১ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য বায়ুমণ্ডলে ক্ষতিকর গ্রিনহাউজ গ্যাস (জিএইচজি) তথা কার্বন ডাই অক্সাইডের নিঃসরণ বৃদ্ধিকে অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর মোটরযান থেকে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমিয়ে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে বিশ্বব্যাপী ইলেকট্রিক ভেহিকেল (EV) ব্যবহারের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও Nationally Determined Contribution (NDC) Bangladesh এ পরিবহণ খাত হতে ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ৩.৪ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ শর্তহীনভাবে হ্রাস করার অঙ্গীকার করেছে। এ প্রেক্ষাপটে আগামী ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশে সড়ক পরিবহণ খাতে ব্যবহৃত যানবাহনের ন্যূনতম ৩০% ইলেকট্রিক মোটরযান ক্যাটাগরিতে রূপান্তর করা প্রয়োজন;

১.২ উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮-এর ১২৪ ধারা মোতাবেক ‘ইলেকট্রিক মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ও চলাচল সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২৩’ প্রণয়ন করা হলো।

২.০ সংজ্ঞার্থ

২.১ ‘ইলেকট্রিক মোটরযান’ অর্থ এক বা একাধিক বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে চালিত যে-কোনো মোটরযান, যার চালিকা শক্তি উক্ত মোটরযানে বৈদ্যুতিক চার্জ অথবা সংযুক্ত রিচার্জেবল ব্যাটারি। বাইসাইকেল বা রিকশা এবং রিকশা ভ্যান এর অন্তর্ভুক্ত নয়;

২.২ ‘কর্তৃপক্ষ’ অর্থ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭-এর ধারা ২(গ)-এ উল্লিখিত ‘কর্তৃপক্ষ’-কে বুঝাবে;

২.৩ ‘কন্ট্রাক্ট ক্যারিজ’ অর্থ সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮-এর ধারা ২(৮)-এ উল্লিখিত ‘কন্ট্রাক্ট ক্যারিজ’-কে বুঝাবে;

২.৪ ‘রুট পারমিট’ অর্থ সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮-এর ধারা ২(২৮)-এ উল্লিখিত ‘রুট পারমিট’-কে বুঝাবে;

২.৫ ‘ফিটনেস সার্টিফিকেট’ অর্থ সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮-এর ধারা ২(৩৪)-এ উল্লিখিত ‘ফিটনেস সার্টিফিকেট’-কে বুঝাবে;

২.৬ ‘মোটর সাইকেল’ অর্থ সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮-এর ধারা ২(৪৬)-এ উল্লিখিত ‘মোটর সাইকেল’-কে বুঝাবে;

২.৭ 'যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ কমিটি' অর্থ সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮-এর ধারা ২(৪৭)-এ উল্লিখিত 'যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ কমিটি'-কে বুঝাবে;

২.৮ 'স্টেজ ক্যারিজ' অর্থ সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮-এর ধারা ২(৫২)-এ উল্লিখিত 'স্টেজ ক্যারিজ'-কে বুঝাবে;

২.৯ 'ইকনোমিক লাইফ' অর্থ সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৩৬-এ উল্লিখিত 'ইকনোমিক লাইফ'-কে বুঝাবে;

২.১০ 'ট্রাস্টি বোর্ড' অর্থ সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৫৪-এ উল্লিখিত 'ট্রাস্টি বোর্ড'-কে বুঝাবে;

২.১১ 'লাইফ টাইম' অর্থ মোটরযানের বা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির মোটরযানের নির্দিষ্ট বয়সসীমা, যা অতিক্রান্তের পর জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে আর্থিক ও পরিবেশসম্মতভাবে ব্যবহারের উপযোগিতা থাকে না;

২.১২ 'জয়েন্ট ভেঞ্চার' অর্থ কোনো নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত একাধিক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান-এর সমন্বিত উদ্যোগ বা এনটিটি;

২.১৩ 'ধীরগতির মোটরযান' অর্থ এমন মোটরযান যার গতি প্রতিঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার-এর ঊর্ধ্বে নয়;

২.১৪ 'NDC' অর্থ Nationally Determined Contribution (কার্বন নিঃসরণ হ্রাসসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রোটোকল) কে বুঝাবে।

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ ইলেকট্রিক মোটরযান সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চলাচলের অনুমোদন;

৩.২ ইলেকট্রিক মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি, ফি, ইকনোমিক লাইফ ইত্যাদি নির্ধারণ; এবং

৩.৩ পরিবেশ দূষণ রোধ, কার্বন নিঃসরণ ও জীবাশ্ম জ্বালানির নির্ভরতা হ্রাস করা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইলেকট্রিক মোটরযান ব্যবস্থাপনা

৪.০ ইলেকট্রিক মোটরযানের বৈশিষ্ট্য

৪.১ ইলেকট্রিক মোটরযান শনাক্তকরণের জন্য বডি বা ফ্রেমে International VIN (Vehicle Identification Number) কোড অনুযায়ী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খোদাইকৃত নির্ধারিত ডিজিটের চেসিস নম্বর থাকতে হবে;

৪.২ ইলেকট্রিক মোটরযানে ব্যবহৃত মোটর শনাক্তকরণের জন্য উহার বডিতে প্রস্তুতকারক কর্তৃক খোদাইকৃত নির্ধারিত ডিজিটে স্পষ্ট মোটর নম্বর থাকতে হবে। একাধিক মোটরের ক্ষেত্রে একই শর্ত প্রযোজ্য হবে;

৪.৩ ইলেকট্রিক মোটরযানের মোটর নষ্ট বা অকেজো বা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেলে, তা প্রতিস্থাপন/বদল করা যাবে। এক্ষেত্রে সড়ক পরিবহণ বিধিমালা, ২০২২ অনুযায়ী একই ক্ষমতা, গঠন এবং বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মোটর ব্যবহার করতে হবে;

৪.৪ ইলেকট্রিক মোটরযানের চার্জিং সিস্টেম বাংলাদেশে প্রচলিত বিদ্যুৎ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের (ভোল্টেজ, ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদি) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভাগের বৈদ্যুতিক যান চার্জিং নির্দেশিকা (Electric Vehicle Charging Guideline, 2022) অনুসরণ করতে হবে;

৪.৫ ইলেকট্রিক মোটরযান নির্মাণ, সরঞ্জামাদি ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ ও সড়ক পরিবহণ বিধিমালা, ২০২২ (ইঞ্জিন সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি ব্যতীত) প্রযোজ্য হবে;

৪.৬ ইলেকট্রিক মোটরযানের ব্রেকিং, স্টিয়ারিং, লাইটিং, সাসপেনশন, হর্ন ইত্যাদি সিস্টেম ইঞ্জিনচালিত অনুরূপ মোটরযানের সমতুল্য হতে হবে;

৪.৭ ইলেকট্রিক মোটরযানের নিরাপত্তামান (Safety standard) অনুরূপ ইঞ্জিনচালিত মোটরযানের সমতুল্য হতে হবে;

৪.৮ ইলেকট্রিক শক বা অন্য কোনো ঝুঁকি/বিপত্তি এড়াতে ইলেকট্রিক মোটরযানের ব্যাটারি ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জামাদি/ব্যবস্থাদি এমনভাবে স্থাপন/সংস্থাপন করতে হবে যাতে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় যাত্রীদের সুরক্ষা (Safety) নিশ্চিত হয়;

৪.৯ লেডেন ওজন অবস্থায় সরকার/কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত গতিসীমায় বা আইনে উল্লিখিত গতিতে চলাচলের সক্ষমতা ইলেকট্রিক মোটরযানের থাকতে হবে; এবং

৪.১০ ইলেকট্রিক মোটরযানের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, ওভারহ্যাঙ্গসহ অন্যান্য পরিমাপের (Dimension) ক্ষেত্রে প্রমিতমাণ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ ও সড়ক পরিবহণ বিধিমালা, ২০২২ অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে।

৫.০ ইলেকট্রিক মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি

৫.১ ইঞ্জিনচালিত মোটরযানের প্রচলিত রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি অনুযায়ী ইলেকট্রিক মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে;

৫.২ ইঞ্জিনচালিত মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সার্টিফিকেট এবং ট্যাক্সটোকেন, রুটপারমিট যে ফরম্যাটে প্রদান করা হচ্ছে ইলেকট্রিক মোটরযানের ক্ষেত্রে একই ফরম্যাট ব্যবহারযোগ্য (ইঞ্জিনসম্পর্কিত বিষয়াদি ব্যতীত);

৫.৩ কর্তৃপক্ষ বা যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ কমিটি সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য নির্ধারিত সিলিং অনুযায়ী ইলেকট্রিক মোটরযান (EV) রেজিস্ট্রেশন প্রদান করবে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বা যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ কমিটি ইলেকট্রিক মোটরযানকে অগ্রাধিকার দিবে;

৫.৪ বাজারজাতকরণ বা রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের পূর্বে স্থানীয় প্রস্তুতকারী/ উৎপাদনকারী/ সংযোজনকারী/আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে বিআরটিএ থেকে ইলেকট্রিক মোটরযানের মডেলভিত্তিক Complete Knock-Down (CKD)/ Completely Built Up (CBU) যে-কোনো ধরনের মোটরযানের ক্ষেত্রে 'টাইপ অনুমোদন' নিতে হবে। টাইপ অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রচলিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে;

৫.৫ রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত ডিলার/এজেন্ট/আমদানিকারক/স্থানীয় প্রস্তুতকারী/উৎপাদনকারী কর্তৃক ইলেকট্রিক থ্রি-হুইলার ও মোটর সাইকেল ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা যাবে না;

৫.৬ ইলেকট্রিক মোটরযান (EV) রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সিলিন্ডার সংখ্যা, কিউবিক ক্যাপাসিটি (CC), অশ্বশক্তি (Horse Power), ইঞ্জিন নাম্বার, জ্বালানির স্থলে যথাক্রমে মোটরের সংখ্যা, মোটরের ক্ষমতা (কিলোওয়াট), ব্যাটারির ক্যাপাসিটি (kWh), মোটরের নম্বর, ইলেকট্রিসিটি উল্লেখ থাকতে হবে; এবং

৫.৭ ইলেকট্রিক মোটরযান জনপ্রিয় করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশেষ প্রণোদনা ঘোষণা করবে।

৬.০ ইলেকট্রিক মোটরযানের ইকনোমিক লাইফ

৬.১ 'ইকনোমিক লাইফ' অনুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদে ইলেকট্রিক মোটরযান রেজিস্ট্রেশন প্রদান করতে হবে;

৬.২ ইলেকট্রিক মোটরযান বাণিজ্যিকভাবে চলাচলের লাইফটাইম সরকার নির্ধারণ করবে; এবং

৬.৩ নির্ধারিত ইকনোমিক লাইফ শেষে ইলেকট্রিক মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন বাতিল এবং স্ক্র্যাপ করতে হবে।

৭.০ ইলেকট্রিক মোটরযানের ফি/চার্জ

৭.১ ইঞ্জিনচালিত যেসব শ্রেণির মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ফি ইঞ্জিন সিসি-এর উপর নির্ধারিত আছে সেসব শ্রেণির ইলেকট্রিক মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে মোটরের ক্যাপাসিটি (kW)-এর ভিত্তিতে রেজিস্ট্রেশন ফি নির্ধারিত হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে আসন/ওজন-এর ভিত্তিতে রেজিস্ট্রেশন ফি নির্ধারিত হবে;

৭.২ সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ অর্থ বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সড়ক পরিবহণ বিধিমালা, ২০২২ অনুসরণপূর্বক ইলেকট্রিক মোটরযানের ফি/চার্জ নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করবে; এবং

৭.৩ আগামী ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশে সড়ক পরিবহণ খাতে ব্যবহৃত মোটরযানের ন্যূনতম ৩০% ইলেকট্রিক মোটরযান ক্যাটাগরিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে উৎপাদনকারী ও আমদানিকারকের জন্য অর্থ বিভাগ/জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করবে।

৮.০ রুট পারমিট

৮.১ ইলেকট্রিক মোটরযানের রুট পারমিট প্রদানের ক্ষেত্রে সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ এবং রুট পারমিট-সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে; এবং

৮.২ রুট পারমিট প্রদানের ক্ষেত্রে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ কমিটি/সংশ্লিষ্ট রুট পারমিট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইলেকট্রিক মোটরযানের ব্যাটারির চার্জ ধারণক্ষমতা (একবার চার্জে সর্বোচ্চ কিলোমিটার চলাচলের সক্ষমতা), চার্জিং অবকাঠামোগত সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে।

৯.০ ভাড়া

৯.১ স্টেজ ক্যারিজ বা কন্ট্রাক্ট ক্যারিজ হিসাবে ব্যবহৃত ইলেকট্রিক মোটরযানের ভাড়া সরকার নির্ধারণ/ পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

১০.০ আইনানুগ ব্যবস্থা

১০.১ ইলেকট্রিক মোটরযানের ক্ষেত্রে সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮-এ বর্ণিত মোটরযান নিয়ন্ত্রণ এবং অপরাধ, শাস্তি ও পদ্ধতিসংক্রান্ত বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে;

১০.২ ইলেকট্রিক মোটরযান চলাচলের সময় রেজিস্ট্রেশন, ড্রাইভিং লাইসেন্স, রুট পারমিট (প্রযোজ্যক্ষেত্রে), ফিটনেস সার্টিফিকেট, ট্যাক্স টোকেন, ট্রাস্টি বোর্ডের আর্থিক সহায়তা তহবিলে জমাকৃত অর্থের রশিদ বা প্রত্যয়নপত্র ইত্যাদি কাগজপত্র মোটরযানের সঙ্গে রাখতে হবে; এবং

১০.৩ ইলেকট্রিক মোটরযানের চালকদের সড়ক পরিবহণ আইন-সংক্রান্ত যাবতীয় আইন, বিধি, প্রবিধান ও নীতিমালা মেনে চলতে হবে।

১১.০ ইলেকট্রিক মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন নম্বর

১১.১ ইলেকট্রিক মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে মোটরযানের ধরন অনুযায়ী ইঞ্জিনচালিত মোটরযানের ন্যায় রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রযোজ্য হবে। তবে যেসকল মোটরযানের সিরিজ সিসি-এর উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত রয়েছে বা আছে সেসব মোটরযানের জন্য সিসি-এর সমতুল্য কিলোওয়াট-এর ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে;

১১.২ ইলেকট্রিক মোটরযানের ক্ষেত্রে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, আরএফআইডি ট্যাগ, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ডিআরসি), স্টিকার/লেবেল ইত্যাদি প্রযোজ্য হবে; এবং

১১.৩ ইলেকট্রিক মোটরযান শনাক্তকরণের লক্ষ্যে রেজিস্ট্রেশন সনদে মোটরযানের শ্রেণি/বডির ধরন বা উপযুক্ত স্থানে 'Electric Vehicle (EV)' সন্নিবেশিত করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায় : বিবিধ

১২.০ **সাধারণ নির্দেশনা**

১২.১ ইলেকট্রিক মোটরযানের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে আয়কর প্রযোজ্য হবে;

১২.২ ইলেকট্রিক মোটরযানের চার্জিং চাহিদার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ বিভাগ বৈদ্যুতিক যান চার্জিং নির্দেশিকা (Electric Vehicle Charging Guideline, 2022) অনুযায়ী চার্জিং স্টেশন স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১২.৩ ইলেকট্রিক মোটরযানের স্থানীয় প্রস্তুতকারী/উৎপাদনকারী/সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হতে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে;

১২.৪ বিদ্যুৎ বিভাগের বৈদ্যুতিক যান চার্জিং নির্দেশিকা (Electric Vehicle Charging Guideline, 2022) মোতাবেক অনুমোদিত চার্জিং স্টেশন বা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বা সোলার প্যানেল অথবা নবায়নযোগ্য যে-কোনো জ্বালানি ব্যবহার করে ইলেকট্রিক মোটরযানের ব্যাটারি চার্জ করা যাবে;

১২.৫ ইলেকট্রিক মোটরযানে মূল বৈদ্যুতিক শক্তি সংরক্ষণের জন্য লিড অ্যাসিড/লিথিয়াম আয়ন অথবা অধিকতর উন্নত ও পরিবেশবান্ধব ব্যাটারি ব্যবহার করতে হবে;

১২.৬ ইলেকট্রিক মোটরযান আমদানির ক্ষেত্রে অবশ্যই উহা নতুন হতে হবে। ব্যবহৃত ইলেকট্রিক মোটরযান আমদানি করতে হলে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রিক ভেহিকেল (EV) প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত লাইফ টাইম থাকতে হবে;

১২.৭ ইলেকট্রিক মোটরযানে ব্যবহৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ/অকেজো ব্যাটারি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক পরিবেশবান্ধবভাবে ডিসপোজাল (পরিবেশ অধিদপ্তরের রিসাইক্লিং গাইডলাইন অনুযায়ী নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব রিসাইক্লিং নিশ্চিতকরণ) করতে হবে;

১২.৮ বিদ্যমান অনিরাপদ ইলেকট্রিক মোটরযান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিরাপদ মডেল অনুসরণপূর্বক রূপান্তর করতে হবে। অন্যথায় চলাচল করতে পারবে না;

১২.৯ ধীরগতিসম্পন্ন (৩০ কিলোমিটার/ঘণ্টা) ইলেকট্রিক মোটরযান জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে চলাচল করতে পারবে না;

১২.১০ ইলেকট্রিক মোটরযান প্রস্তুত ও রূপান্তরকরণে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চারের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপন করতে পারবে;

১২.১১ স্থানীয়ভাবে ইলেকট্রিক ভেহিকেল উৎপাদন ও রপ্তানি উৎসাহিত করতে বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধা প্রদান করা যাবে;

১২.১২ ইলেকট্রিক মোটরযান চার্জিং স্টেশন স্থাপনে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হবে;

১২.১৩ সরকার আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ইলেকট্রিক মোটরযান টেস্টিং-এর জন্য এককভাবে অথবা বেসরকারি খাতের সঙ্গে যৌথভাবে টেস্টিং ও রিসার্চ ল্যাব স্থাপন করবে;

১২.১৪ ধীরগতিসম্পন্ন (৩০ কিলোমিটার/ঘণ্টা) বৈদ্যুতিক মোটরযানের চালকদের প্রশিক্ষণ যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ কমিটির পরামর্শক্রমে জেলাভিত্তিক আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে প্রদান করা হবে; এবং

১২.১৫ সংশ্লিষ্ট জেলার যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ কমিটি পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে পরামর্শ করে ধীরগতিসম্পন্ন ইলেকট্রিক মোটরযানের রুট নির্ধারণ করবে।

১৩.০ নীতিমালার সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্তন-সম্পর্কিত

১৩.১ এ নীতিমালা প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে। সরকার প্রয়োজনে এ নীতিমালা সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্তন করতে পারবে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd